জনাব আব্দুল জলিল

নাগরিক ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ শীর্ষক আজকের এ সংলাপ অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, সুধীমন্ডলী, আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা - আসসালামু আলাইকুম ।

নাগরিক ফোরামে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো এবং কিছু বলার সুযোগ দেয়ার জন্য আমি উদ্যোক্তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচী নির্ধারনে সুশীল সমাজের এ ধরনের উদ্যোগকে আমরা খুবই সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমরা দেশব্যপী অনুষ্ঠিত নাগরিক ফোরামের আলোচনা এবং এসব সভায় প্রদত্ত মতামতগুলি গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করেছি। আমি বলতে পারি যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নাগরিক সমাজের এ সকল মতামতকে বিবেচনায় নেবে এবং আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নিঃসন্দেহে তার অনেকটা প্রতিফলন আপনারা আগামীতে দেখতে পাবেন। ২০২১ সাল যেমন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসর তেমনি তার অব্যবহিত পূর্বের ২০২০ সাল হচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী। আমরা যেমন ক্ষমতায় গেলে আগামী পাঁচ বছর দেশের জন্য কি করবো সে কর্মসূচী আসন্ন নির্বাচনে উপস্থাপন করবো, তেমনি বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই তারও একটা লক্ষ্যচিত্র দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করবো। আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ভাবনা, কর্ম পরিকল্পনা এবং বাস্তব কর্মকাণ্ডের প্রেরণা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং সংবিধানে বিবৃত অঙ্গীকার। বিজয়ের এ মাসে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্য পেশ করার পূর্বে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ৩০ লক্ষ শহীদদের যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এ স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি। আমি তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আমাদের উন্নয়ন দর্শনের মোদ্দা কথাকে আমি ইংরেজি বর্ণ তিনটি `D' দিয়ে প্রকাশ করতে চাই- Democracy, Development and Distribution of Wealth - অর্থাৎ গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং সম্পদের সুষম বণ্টনকে আমরা একটি অভিন্ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মনে করি। এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অর্জন সম্পূর্ণ হতে পারে না। আপনারা গণতন্ত্র, নির্বাচন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আরো উন্নত এবং নিঁখুত করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন। Electoral

এবং Political reform সম্পর্কে আপনাদের সুপারিশের মূল চেতনার সাথে আমরা মোটামুটি একমত। আপনারা লক্ষ্য করেছেন একটি অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আমরা দীর্ঘদিন যাবত সংসদের ভিতরে এবং বাইরে সংগ্রাম করছি। ইতমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার দাবী জানাতে গিয়ে এ সময়কালে প্রায় ৭০ জন মানুষ প্রাণ দিয়েছেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে শেষ মুহূর্তে যে প্যাকেজ প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এখনো পর্যন্ত অনিশ্চিত। গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, এবং তাদের পছন্দমত ব্যক্তি, দলকে ভোট প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ভোটের ফলাফলে তার প্রতিফলন নিশ্চিত করা। এককথায় একটি Credible নির্বাচন যে কতটা দূরূহ তা আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন।

এই Syndrom থেকে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিরকালের জন্য মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৪ দলের পক্ষ থেকে ১৪ দলের নেতা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৫ সালের ১২ই জুলাই সংসদে ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। আপনাদের Electoral এবং Political reforms প্রস্তাবের সঙ্গে তা যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন সংস্কার সম্পর্কে আপনারা যে প্রস্তাব দিয়েছেন তার সঙ্গে আমরা শতভাগ একমত। এ সংস্কার প্রস্তাব যদি সদ্য বিদায়ী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার বাস্ত বায়ন করতো তাহলে আজকের এই দু:খজনক অনিশ্চিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। সত্তরটি মানব সন্তানের অমূল্য জীবন গণতন্ত্রের বেদীমূলে বিসর্জিত হতো না। এটা মানবতার বিরুদ্ধে এক বিরাট অপরাধ। এর জন্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে সবাইকেই। আপনারা জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশোধনকল্পে Ordinance জারির জন্য একটি প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। সম্ভবত এর কোন কোন অংশ বাস্ত বায়নের বিষয়টি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ছেড়ে দেয়াই সঠিক হবে বলে আমি মনে করি।

আমি আপনাদের রূপকল্প সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে চাই। সাধারণভাবে যে ২২ দফা পদক্ষেপের কথা এখানে বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা মোটামুটি একমত, তবে আমি এ প্রসংগে আরো কিছু চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করতে চাই। উন্নয়ন ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী

লীগ সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করতে চাই। আমরা জাতিকে একটা সুশিক্ষিত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। ২০২১ সালে আমাদের সম্ভাব্য শ্রমশক্তি হবে প্রায় ১১ কোটি। পর্যায়ক্রমে এ শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। দারিদ্র নিরসনে উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। আর উন্নয়নের জন্য সাধারণ মানুষের কর্ম ক্ষমতা বাড়ানো এবং তাদের খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধান অনুসারে মানব সত্ত্বার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও তাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দারিদ্র্য বিমোচনে জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals এর ঘোষণায় যে ৮টি Goals এবং ১৮টি target, নির্ধারণ করা হয়েছে, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ব্যর্থতা, অদূরদর্শিতা, দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে ২০১৫ সালের মধ্যে তা বাস্তবায়নের কোন সম্ভাবনা নেই। অন্তত ২০২১ সালের মধ্যে ওইসব target অর্জনের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রটি আমরা আমাদের মতো করে প্রণয়ন করতে চাই। উন্নয়ন ও দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চত করা হবে আমাদের রূপকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের ৫ বছরে এক মেগাওয়াটও নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন না করে তারা কেবল বিদ্যুৎ সংকটই সৃষ্টি করেনি, উন্নয়ন দৌড়ে বাংলাদেশকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ চাহিদা দাঁড়াবে ২০,০০০ মেগাওয়াটে। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে কার্যকর দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নিতে হবে। তেল, কয়লা, গ্যাস, পানি,বায়ু এবং সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যে যথাযথ পরিকল্পনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিচ্ছে সর্বব্যাপী দুর্নীতি। দুনীর্তি ও দুর্বৃত্তায়নের রাহুগ্রাস থেকে রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে মুক্ত করতে না পারলে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এইজন্যে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনকে যথার্থ কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি দুর্নীতি উচ্ছেদের লক্ষ্যে অন্যান্য পদক্ষেপও গ্রহণ করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য আমাদের, এই দুর্নীতি দমন কমিশন কে tax ফাঁকি দিলো আর কে tax ফাঁকি দিল না এটা ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের হাজার হাজার কোটি টাকা যেখানে লুটপাট হয়ে যাচ্ছে এবং যেখানে দুর্নীতি আজ সর্বগ্রাসী, তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে এখনও এই দুর্নীতি দমন কমিশন কোন উদ্যোগ নেয় নাই।

উন্নয়নের জন্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনকেই উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি বা indicator হিসেবে মনে করে না। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের এ মাসেই আমাদের বার বার এ কথা মনে রাখতে হবে যে স্বাধীন বাংলাদেশে একটি শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যমুক্ত সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাই ছিলো মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে বর্তমানে ক্রমবর্ধমান আয় ও জনবৈষম্য কমিয়ে সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে একটি কল্যাণ অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ে তুলতে না পারলে ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মদান ব্যর্থ হয়ে যাবে। একটি জবাবদিহিমূলক ও নির্দলীয় দক্ষ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা, একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, অবাধ তথ্য প্রবাহ, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও আদিবাসীদের অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এক কথায় আমরা শোষণ, বঞ্চনা, দারিদ্র, দুর্নীতি, বৈষম্য, দুর্বৃত্তায়ন, কালো টাকা, পেশীশক্তি, সাম্প্রদায়িকতা এবং জঙ্গীবাদমুক্ত এক উন্নত সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চাই। আসুন এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনে বিজয়ের এই মাসে লক্ষ শহীদদের নামে আমরা নতুন করে শপথ নেই। আসুন আমরা অঙ্গীকার করি কালো টাকামুক্ত সংসদ চাই, অঙ্গীকার করি সন্ত্রাসমুক্ত সংসদ চাই। আমি এর আগেও একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলাম, যে কথাটা দেবপ্রিয় বাবু উল্লেখ করেছেন, আসুন আমাদের দলের মধ্যে কারা কালো টাকার মালিক, কারা অবৈধ সম্পদ গড়ে তুলেছে তাদের চিহ্নিত করি এবং সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করি এবং তাদেরকে দল থেকে বের করে দেই এবং অঙ্গীকার করি যে যাদের দল থেকে বের করবো বাংলাদেশের অন্য কোন রাজনৈতিক দল তাদের আশ্রয় দেবে না। এ অঙ্গীকার সকল দলকেই করতে হবে। দেশ এবং জাতির কল্যাণে, সে পথে এগিয়ে আসুন। আওয়ামী লীগ আপনাদের পাশে থেকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা অবশ্যই নেবে। আমি এ অঙ্গীকারটুকু আপনাদের কাছে করে যেতে চাই।

আজকে ক্ষমতার স্বাদের জন্য কেউ কেউ নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দেয়। নিজ স্বার্থে রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে নীতিবিরুদ্ধ আপোস কারো কাম্য হওয়া উচিত নয়। যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি তারা আজকে একদিকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজের পরিচয় দেই আর অন্যদিকে রাজাকার আলবদর নামক খুনীদের পাশে গিয়ে তাদের সঙ্গে তাদের তাবেদারী করে ক্ষমতার অংশীদারীত্বের জন্য তাদের পিছনে ঘুরি। এ আদর্শগত বৈষম্য থেকে আমি যদি নিজেকে বের করতে না পারি তাহলে যে লক্ষ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সে লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে না। আজকে আপনাদের কাছে আমি একটি কথা বলে শেষ করতে চাই- ছয় কোটি টাকা চাঁদা দিয়ে মনোনয়ন নেয়া হলো- এ বিষয়ে আপনাদের

সুশীল সমাজের কাছ থেকে সুস্পষ্টভাবে সমালোচনা এবং প্রতিবাদ আমরা দেখতে পাই নাই। ছয় কোটি ক্যাশ টাকা চাঁদা দিয়ে গতবার একজন নমিনেশন ক্রয় করে নিয়ে গেলো এবং এই কালো টাকার মালিকরা বাংলাদেশের সংসদকে এমনভাবে ব্যবহার করেছে যে ঐ ছয় কোটি টাকা Investment থেকে ৬০০ কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছে। এ কালো টাকার মালিকদের সংসদে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। একইভাবে যারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের দ্বারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে দখল করে নিয়েছে তাদেরকে তোষণ করা, আশ্রয় দেয়া যেন আমাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে যদি মুক্ত হতে না পারি, যে সংসদ আমরা চাই, যে সংসদ আপনারা চান, কালো টাকা মুক্ত সংসদ, সে সন্ত্রাসীমুক্ত সংসদ পাওয়া সম্ভব হবে না। এ সংসদ পেতে হলে যে লড়াই, যে সংগ্রাম, যে চেতনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে সেই চেতনার আজও আমি অভাব দেখছি। তাই আমি দু:খ ভারাক্রান্ত হলেও বলতে চাই, আসুন সেই অভাব থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে শপথ নিয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে যাই। তাহলেই শুধু আমরা ওই সাংসদ হবো যে সাংসদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করার শপথ নিয়েছিলাম। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য চেতনা নিয়ে আমরা যে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম সেটাও আমরা তখনই সফল করতে পারবো। সেই প্রত্যাশা নিয়ে আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা। আসসালামু আলাইকুম।